দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ...2 5 JUN 2008...
পৃঃ ৭ কলাম ৩...

ছাত্র রাজনীতি॥ অতীত ও বর্তমান

নিগার সুলতানা

একটি দেশের আগামী প্রজন্মকে সুশিক্ষিত করে গড়ে তোলার স্থান হলো স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু বাংলাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে লেজুড়বৃত্তিক ছাত্ররাজনীতির কারণে শিক্ষার যথাযথ পরিবেশ বজায় থাকছে না। অতীতের দিনগুলোতে ছাত্র আন্দোলনের সফলতার উদাহারণ দেখিয়ে জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে তাদের ছাত্র শাখা পরিচালনা করে থাকে। তবে এ ছাত্র রাজনীতি বা ছাত্র আন্দোলন অতীতে সুফল বয়ে আনলে বর্তমানে ছাত্ররাজনীতি খুব বেশি ফলপ্রসূ হচ্ছে না।

বাংলাদেশের ছাত্ররাজনীতির অতীতকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, '৫২-র ভাষা আন্দোলন, '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ, '৯০-এর গণঅভ্যুত্থানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। এদেশের ছাত্ররা। তারা তাদের মেধা ও বিচক্ষণতা দিয়ে দেশকে দিয়েছে ভাষার অধিকার, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র। এদেশের প্রবীণ জাতীয় রাজনৈতিক নেতারা অধিকাংশই রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছেন ছাত্ররাজনীতির মাধ্যমে। '৮০-এর দশকের পূর্বে ছাত্ররাজনীতির যে রূপ ছিল তা পরবর্তী সময়ে এসে অনেকটাই পাল্টে যায়। রাজনীতিতে আসে অস্ত্র ও সন্ত্রাস। কিন্তু এটা কোন ছাত্ররাজনীতির রূপ হতে পারে না। ছাত্ররা তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য, শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়ন এর জন্য ছাত্ররাজনীতির চর্চা করার কথা হলেও কোন না কোনভাবে তারা জাতীয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে দেশের প্রেক্ষাপট। সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে যে সংসদ নির্বাচন হয় তা মূলত ছাত্রদের ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। প্রতিটি হল সংসদ ও ডাকসু ছাত্রদের শিক্ষার অধিকার, বিনোদন, খেলাধূলা, হলেও সিটসহ অন্যান্য বিষয় নিয়ে কাজ করবে।

ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে অতীতে কোন জাতীয় রাজনৈতিক দলের প্রভাব থাকত না। তখন সাধারণ ছাত্ররা নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচন করত। এই প্রতিনিধিরা পরবর্তীতে দেশের মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে ব্যক্তি অধিকার ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠায়। প্রকৃত পক্ষে পূর্বের ছাত্ররাজনীতিতে সৃষ্টি হয়েছে নেতৃত্ব সেখানে ছিল না কোন লেজুড়বৃত্তি। কিন্তু

কোন রাজনৈতিক দলের যদি ছাত্ররাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ততা না থাকে তবে সে দল নিজের অবস্থানকে সুদৃঢ় করতে পারে না জাতীয় রাজনীতিতে। উদাহরণস্বরূপ '৯০-এর আন্দোলনে এরশাদ সরকার এর কোন ছাত্র সংগঠন না থাকার ফলে ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও আন্দোলনে কোন প্রভাব খাটাতে পারেনি। এমনকি আজ অবধি বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয় পার্টির কোন প্রভাব নেই।

শুধুমাত্র সম্পৃক্ততা নয় এমনকি এই লেজুড়বৃত্তিক দলীয়করণের কারণে আজ অবধি কোন বিশ্ববিদ্যালয় এ কোন নির্বাচন হতে পারছে না। এতে করে বঞ্চিত হচ্ছে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা। আবার অন্যদিকে দলীয়ভাবে যারা ছাত্ররাজনীতি করছে তারা বিশেষ কোন স্বার্থগত বিষয়ে নিজেদের জড়িয়ে ফেলছে। তারা চেষ্টা করে আর্থিকভাবে লাভবান হতে বা জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে এমপি, মন্ত্রী হতে। আর এর সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের প্রভাব খাটাতে দলগুলো ছাত্রদের হাতে তুলে দিচ্ছে অস্ত্র। যা দিয়ে তারা প্রকাশ করে পেশীশক্তি। এই পেশীশক্তি দিয়ে তারা হল দখল করে ও অনেক সময় সাধারণ ছাত্রদের বাধ্য করে নিজেদের দলের হয়ে কাজ করতে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতির পুরোটাই নির্ভর করে হল দখল এর উপর। যে দলের যত বেশিসংখ্যক হলের সিট দখলে থাকে সে দলের তত বেশি প্রভাব থাকে ক্যাম্পাসে। আর এই হলো দখল করতে গিয়ে দেখা যায় যে, দলগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বহিরাগতদের প্রবেশ ঘটায় ক্যাম্পাসে। যেখান এমনিতে সাধারণ ছাত্রদের জন্য হলের সিট সঙ্কট রয়েছে সেখানে অছাত্ররা দিনের পর দিন সিট দখল করে রাখে। এমনকি এসব বহিরাগতদের দ্বারা নানাভাবে হয়রানির শিকার রহয় সাধারণ ছাত্ররাই বিভিন্ন দলের ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতারা হস্তক্ষেপ করে সিটে বন্টনে। যদি কোন ছাত্র কোন সংগঠনকে সমর্থন না

হয়েছে।

এই অস্ত্র আর পেশীশক্তির কারণে ছাত্র সংগঠনে মে
ছাত্রনেতা ও রাজনীতি তৈরি না হয়ে তৈরি হচ্ছে ক্যাডা
রাজনীতির। এতে করে দল পরিচালনায় থাকে অনেক
আবার মূল দল ক্যাম্পাসে প্রভাব বজায় রাখার জন্য
নির্ভর হয় বলে ক্যাডারদের মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে
এমনকি এই বহিরাগত ও ক্যাডাররা মূল দলে প্রভাব খা
ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্যতে অবৈধ প্রক্রিয়ায় কাজ ক
সকল অন্যায় বুঝেও দলের নেতারা তাদের স্বীয় স্বা
ক্যাডারদের ব্যবহার করে। আমাদের জাতীয় নির্বাচ
গেছে, এসব ক্যাডারদের অর্থের বিনিময় ব্যবহার
নির্বাচনে ভোট আদায়ের জন্য। এক পর্যায়ে এই ক্যাড
দলেও একই প্রক্রিয়ায় অবস্থান নেয়। ফলে জাতীয় রাজ
সৃষ্টি হয় না মেধাবী রাজনীতিবিদের। এই ক্যাডা
রাজনীতির আর একটি দিক হলো অবৈধ টেন্ডা
বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজসহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের কাছে
অংশগ্রহণ করে ও কোন ধরনের নিয়মকে তারা মানতে
না। বর্তমানে এমন অনেক ছাত্রনেতার বিরুদ্ধে রয়েছে
মামলা।

সুতরাং দেয়া যায়, '৯০-এর পর এ দেশের ছাত্র রাজ
একটা দুঃসময় চলছে। আর যদি ক্রমাগতভাবে এ অ
চলতে থাকে তবে দেশের রাজনীতিতে নতুন নেতৃত্ব তৈ
পারবে না। তাই ছাত্রদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জ
ছাত্র রাজনীতি চালু করা প্রয়োজন। এ ছাত্র রাজনীতির
হবে যথাযথভাবে ছাত্রদের মেধাবিকাশ ও দেশকে সুন্দ
প্রজন্ম উপহার দেয়া। এ ক্ষেত্রে ছাত্র রাজনীতির স
কোন রূপ সম্পৃক্ততা থাকবে না। অর্থাৎ ছাত্র সংগঠন দ
সংগঠন হিসাবে না থেকে শুধুমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র
অধিকার আদায়ের প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করবে। তা
দলীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড যেমন হরতাল, অবরোধ ই
অংশগ্রহণ করবে না। শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয় নিয়ে ত
করবে।

অতএব সকল দল যদি একমত হয়ে যথাযথভা
রাজনীতিকে দলীয় রাজনীতি মুক্ত করে ছাত্র সংস
রাজনীতি চর্চায় উৎসাহিত করে, তবে একদিকে ছাত্র শি
সমস্যা যেমন সমাধান হবে তেমনি করে পেশীশক্তি ও